দৈনিক ইনকিলাব

009

03 APR 1987
তারিখ ... 1 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 6 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মহানগর পাঠাগার

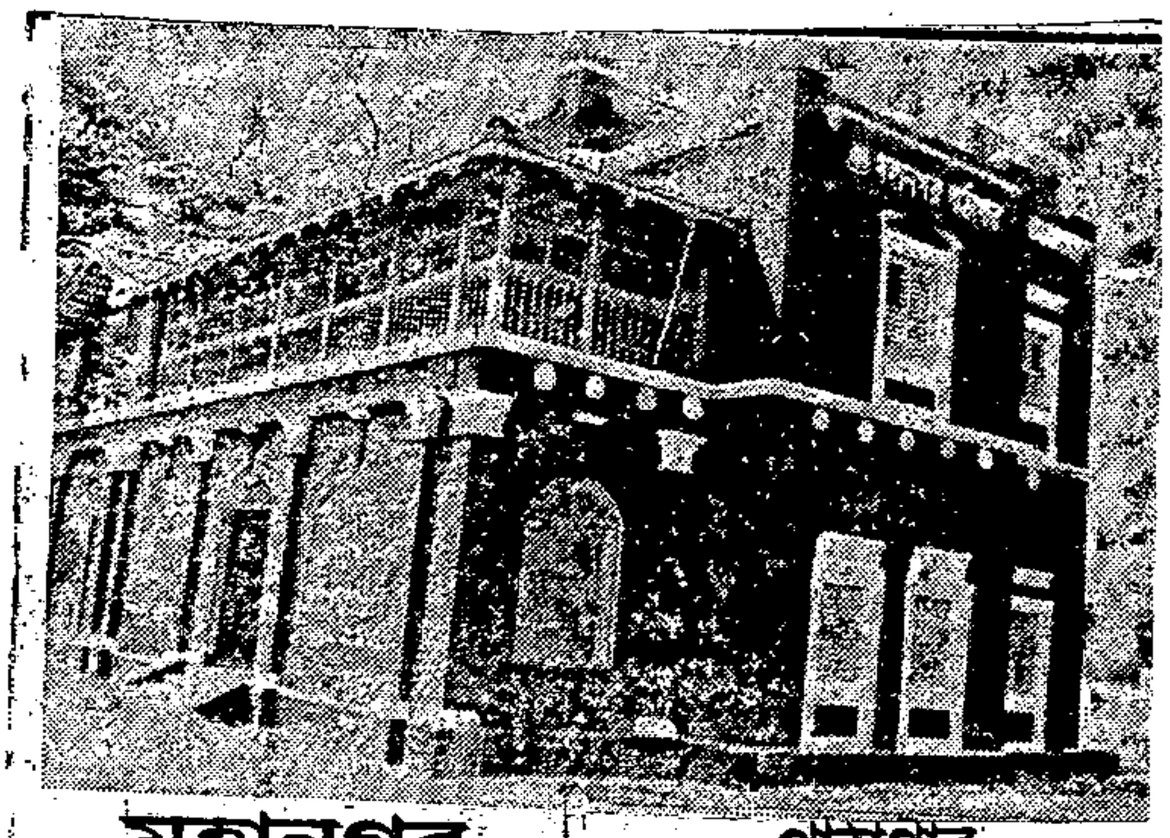

চাঁদা লাগবে না সদস্যপদ নেই

।। সাইফুল আলম ।।

রাজধানীতে একটি নয়া পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। নাম 'মহানগর পাঠাগার'। ওসমানী উদ্যোনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারটি পরিচালনা করবে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট এরশাদের ব্যক্তিগত আগ্রহেই এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে রাধানীতে সরকারী উদ্যোগে বহু বছরের মধ্যে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলো।

পাঠাগারটি প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। শুক্রবার হবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

মহানগর পাঠাগারকে জনগণ শুধু পড়াশোনার জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনের তথ্য সংগ্রহের কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন। সেখানে বই, পত্র-পত্রিকা ছাড়াও কোথায় কোন চাকরির জন্য

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

পাঠাগার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবেদন করতে হবে, নামাজের সময়সূচী, ট্রেন, কোচ, বিমানের সময়সূচী বিভিন্ন বিপণী বিতানের সাপ্তাহিত ছুটি, জরুরী টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা থাকবে।

বইকে জনপ্রিয় করার জন্য যা যা করার দরকার এই লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তার সবই করবে। নতুন কোন বই প্রকাশিত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে ভালোভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

এই লাইব্রেরীতে রেডিও শোনা এবং টিভি দেখার বন্দোবস্ত রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ মনে করেন, শুধু বই নয়, আধুনিক অর্থে একটি লাইব্রেরীকে জনপ্রিয় করার জন্য এই লাইব্রেরী একটি আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠবে।

বর্তমানে লাইব্রেরীটিতে দেশী-বিদেশী ৪০টি জার্নাল, দেশের সব ক'টি দৈনিক পত্রিকা ও ৩ হাজার বই রয়েছে। জনসাধারণ কোন রকম চাঁদা ছাড়াই লাইব্রেরীটি ব্যবহার করতে পারবেন। কোন সদস্য হবে না, বাড়ীতে বই নিয়ে যাওয়া যাবে না।

বর্তমানে লাইব্রেরীটির পাঠক ও টিভি দর্শক আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসন সংখ্যা না বাড়ালে লাইব্রেরী করার মহৎ উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই প্রতিবেদক লাইব্রেরীটি পরিদর্শন করে উপস্থিত ক'জন পাঠকের মতামত নিয়ে জানতে পারেন, লাইব্রেরীতে পড়াশোনায় অসুবিধা হচ্ছে কর্মব্যস্ত গুলিস্তান এলাকার হৈ চৈ ও যানবাহনের বিকট শব্দ। আর একটি বিষয়ে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, পূর্বদিকের গেট বন্ধ থাকলে যাতায়াতে মারাত্মক অসুবিধা হয়। কারণ, দক্ষিণের গেটে দোকান-পাটের ভিড়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রেলওয়ের একটি পরিত্যক্ত দোতলা ভবনে প্রতিষ্ঠিত মহানগর পাঠাগারের উদ্বোধন হয়েছে ২৬ মার্চ। গত ৫ দিনে প্রায় ৭শ' পাঠক পাঠাগারটি ব্যবহার করেছেন।